দৈনিক সংবাদ

MAR. 05 2000

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ২ .....

40

এলাকাবাসীর প্রশ্ন এবং দাবি

# শিক্ষক, না মস্তান? অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয়া হোক তার বিরুদ্ধে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ এলাকাবাসীর প্রশ্ন, তিনি কি শিক্ষক, না মস্তান? ফতুল্লা থানার কাশিপুর এলাকার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্কুল ছাত্রীকে উত্যক্ত করা ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী এসব অভিযোগ টিএনও এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিতভাবে জানালেও 'বিশেষ সম্পর্কে'র কারণে ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে এখনো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে অভিযোগে প্রকাশ।

এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ফতুল্লা থানার কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কামাল নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকেন না। প্রায়ই দেরি করে স্কুলে আসেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা তার কাছ থেকে যথাযথ পাঠ্যক্রম সহায়ক সাহায্য পায় না। শুধু তাই নয় গত ৩/৪ মাস আগে তিনি এ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করতে শুরু করেন। বেশ কয়েকদিন রাতে ওই ছাত্রীর বাসায় গিয়ে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন। ছাত্রীর অভিভাবকরা ব্যাপারটি এলাকার মুরব্বিদের অবহিত করলে এর মধ্যে একদিন তারা ওই ছাত্রীকে উত্যক্ত করার সময় ওই শিক্ষককে হাতে-নাতে ধরে কড়া ভাষায় সাবধান করে দেন। কিন্তু এরপরও কামালের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে এলাকাবাসী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও টিএনওকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় কয়েকজন মুরুব্বিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের পরও জেলা শিক্ষা অফিসার বা টিএনও এ ব্যাপারে কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, টিএনও ও জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে শিক্ষক কামালের বিশেষ সম্পর্ক থাকাতেই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার আলহাজ মোঃ মোশাররফ হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এলাকাবাসীর অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে আমি এ শিক্ষককে বদলি করার জন্য টিএনওর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। এছাড়া বদলি করতে হলে থানা শিক্ষা অফিসারের একটি রিপোর্টও প্রয়োজন। যে রিপোর্টে তার উল্লেখ থাকবে। কিন্তু থানা শিক্ষা অফিসারের রিপোর্ট এখনও না পাওয়ায় তাকে বদলি করা সম্ভব হচ্ছে না। জেলা শিক্ষা অফিসার তার সাথে উল্লিখিত শিক্ষক কামালের কোন ধরনের বিশেষ সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন।